দারস-১

"নব্যনাস্তিক্যবাদ প্রাথমিক কিছু কথা"

আরবের কোন এক বেদুঈন কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ আল্লাহ্ যে আছে তার প্রমান কি? সে উত্তরে বলেছিলঃ সুবহানাল্লাহ! উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে এর প্রমান পাওয়া যায়। পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমান পাওয়া যায়। তাহলে এই যে বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ ও বহু পথ বিশিষ্ট জমিন, বড় বড় ঢেউ বিষিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী সূক্ষদর্শী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান দেয় না??

আল্লাহর একত্ববাদ এর উপর বিশ্বাস এটা অনেক বড় একটি দৌলত বা উপহার। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ভিতরে এমন কিছু জিনিস রেখেছেন যার দ্বারা পরীক্ষা করা যাবে যে, কে আসল ঈমানদার, কে আসল বিশ্বাসী!!!

"আগে ধার্মিকতা না নাস্তিকতা"

একদল গবেষকদের মতামতঃ একদল গবেষক বা ইতিহাসবিদদের কথা হচ্ছে যে, মানবজাতির মধ্যে প্রথম আবির্ভাব হয় নাস্তিকতার, অর্থাৎ প্রথমে কোন ধর্ম ছিল না। পরবর্তীতে বিবর্তনের মাধ্যমে এ ধার্মিকতা এসেছে।
ভলতেয়ার (ভোল্টায়ার, আসল নাম ফ্রাঙ্সোইস-মেরি অ্যারোয়েট (1694-1778), তিনি ছিলেন ফরাসী দার্শনিক এবং আলোকিতকরণের লেখক, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার রক্ষক, গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা এবং ক্যাথলিক চার্চের সমালোচক, খ্রিস্টধর্মের, ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম) এর খৃষ্টবাদ এর বিরুদ্ধে কাজ রয়েছে।

সে বলেছে- "মানুষের এমন একটা সময় পার করেছিল যখন তার কোন ধর্ম ছিল না। তখন মানুষেরা দুনিয়াবী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কোন ধার্মিকতা ছিল না। প্রত্যেক ধর্মের প্রভু/খোদার যে ধারণা তা আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন পাদ্রী বা ধর্মযাজক বা জ্যোতিষী। আর এ ধারণা গ্রহণ করেছে যারা বোকা কিসিমের লোক অর্থাৎ বিবেকহীন মানুষেরা।"
দুঃখজনকভাবে, আমাদের মুসলিম কিছু দার্শনিক, মিশরের এবং আরব বিশ্বের এই মতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। এ কথাগুলোর আরো বিশদ আলোচনা করেছেন, আহমদ আব্দুল্লাহ দাররাজ , যিনি মিশরের অনেক বড় একজন দার্শনিক ছিলেন। অনেক বড় আলেম ছিলেন। তার একটি কিতাব রয়েছে যা ধর্ম সমূহের ইতিহাসের উপরে লিখিত বই।

আমাদের মতামতঃ ভলতেয়ারের সেই মতবাদ এর স্বপক্ষে তার কাছে কোন দলিল নেই। নিছক মন গড়া কথা হওয়ায় সেগুলো গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। প্রত্যেক জাতির কাছে আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন যার দলিল কুরআনে রয়েছে।

যথা- [সুরা ফাতির আয়াত ২৪, সূরা নিসা আয়াত ১৬৫, সূরা ইউনুস আয়াত ৪৭, সূরা নাহল আয়াত ৩৬ (সরাসরি আয়াত উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে আপনারা যেন একবার কুরআন খুলে আয়াতগুলো পড়েন)]

এ আয়াত সমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল পাঠিয়েছেন অর্থাৎ ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা প্রেরণ করেছেন। আর এটি মানবজাতির সৃষ্টির প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে।

আঠারো শতকের দিকে একদল গবেষক বিভিন্ন এলাকা পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন জাতির মাঝে গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ধার্মিকতা শুরু থেকেই আবহমান। আরেকটি প্রত্যেক জাতীর ও যুগের মাঝেই বিদ্যমান ছিল।

এমনকি একজন রোমান ইতিহাসবিদ যিনি বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন ,নামঃ 'মিরেছি ইলিয়াদ' বলেছেন, "ধার্মিকতা সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।" তিনি আরো বলেছেন, "মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীর মাঝে যে বিপরীত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধার্মিকতা। মানুষের শুরু থেকে এ পর্যন্ত তাকে ধার্মিকতা থেকে আলাদা করা অসম্ভব ব্যাপার।" হেনরি বাররগসন, যিনি একজন ফরাসি দার্শনিক, বলেছেন, "মানবজাতির ইতিহাসে এমন কোন জাতিসত্তা পাওয়া সম্ভব যাদের মাঝে জ্ঞান নেই, বিজ্ঞান নেই, শিল্প নেই, দর্শন নেই । কিন্তু এমন কোন জাতি পাওয়া যাবে না যার মাঝে ধার্মিকতা নেই।"

সারকথাঃ উপরোক্ত সকল বক্তব্যের আলোকে আমরা বলতে পারি, ধার্মিকতা ছাড়া মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না কোনো কালেই। তাই যারা এটি মনে করে যে নাস্তিকতাই প্রথমে ছিল, ধার্মিকতা ছিল না, তাদের এই মন্তব্য অলীক। আমাদের পড়ালেখার সমাজবিজ্ঞান শাখার কোন কোন বইয়ে এটি হয়তো থাকতে পারে। সৃষ্টির সূচনা থেকেই সকলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতো। কিন্তু পরবর্তীতে শিরকের সৃষ্টি হল। সর্বপ্রথম যে জাতির মাঝে শিরকের আবির্ভাব হয়েছিল, তারা হচ্ছে হযরত নুহ (আ) এর জাতি। এবং সেই শিরকের শিকড় উপড়ে ফেলার দায়িত্বই নুহ (আ) এর উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্যই আমাদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রসুল ছিলেন হযরত নূহ (আ)। এছাড়াও কিছু কিছু ব্যক্তি নিজেকে খোদা দাবি করেছিল যেমন- ফেরাউন। এমনকি ইতিহাসে এটিও আছে যে, ফেরাউন রাতের অন্ধকারে আল্লাহর কাছে দোয়া করত যেন তার ইজ্জত রক্ষা পায়। এছাড়াও ফেরাউনের অন্তিমকালে যখন সে পানিতে ডুবে যাচ্ছিলো তখন সে বলেছিল, আমি সেই প্রভুর উপর ঈমান আনছি যার ওপর ঈমান এনেছে মুসা (আ), হারুন (আ) এবং বনী ইসরাইল জাতি। এরপরে নমরুদের কথাও ইতিহাসে এসেছে। তার পরে একটি জাতির আবির্ভাব হয়েছিল, ইসলামের পূর্বে, যারা প্রকৃতিকে নিজেদের প্রভু দাবি করত। প্রকৃতিবাদ কে আরবিতে বলা হয় দাহারিয়া। ইংলিশে যাকে naturalism বলা হয় । তাদের নিকট সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়ই এক।

"নাস্তিকতা/নাস্তিক্যবাদ শব্দের বিশ্লেষণ"

শাব্দিক বিশ্লেষণঃ বাংলা অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- অনীশ্বরবাদ , ঈশ্বরঅবিশ্বাস , বৈধর্ম্য , ধর্মবিরোধিতা ইত্যাদি।

ইংরেজি প্রতিশব্দঃ atheism, সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ এবং উইকিপিডিয়া এ- atheism, in general, the critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings. As such, it is usually distinguished from theism, which affirms the reality of the divine and offence seeks to demonstrate its existence.

যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছেঃ নাস্তিক্যবাদ এমন একটি দর্শনের নাম যেখানে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। এবং সম্পূর্ণ ভৌত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। মোটকথা আস্তিকতার বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা হয়।

আরবি প্রতিশব্দঃ إلحاد (ইলহাদ)। যার অর্থ হচ্ছে মূল রাস্তা থেকে ছিটকে পড়া, বিপথে পরিচালিত হওয়া। কোরআন মাজিদের তিনটি স্থানে এ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। সূরা আরাফ আয়াত ১৮০। সূরা হজ্জ আয়াত ২৫। সূরা ফুসসিলাত আয়াত ৪০। সত্যের বিপরীত যেকোনো কিছুই হচ্ছে ইলহাদ।

বিভিন্ন মুসলিম স্কলারদের বরাতে নাস্তিকতার সমকালীন ব্যবহারঃ

আকিদাগত ইলহাদঃ কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত পন্থায় গিয়ে যে কোন ভুল বিশ্বাস লালন।

আমলী ইলহাদঃ আল্লাহর হুকুম অমান্য, আদেশের বিপরীত কাজ করা।

ইলহাদ ফী আয়াতিল্লাহি কওমিয়াঃ আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস এবং অন্য কাউকে এক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব মনে করা।

ইলহাদ ফী আয়াতিল্লাহি শরিয়াহঃ আল্লাহ তায়ালার শরয়ী বিধান এর অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর বিধানের বিরোধিতা করা। ক্ষেত্রবিশেষ তার বিরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা।

আরবের বিভিন্ন আলেম-ওলামাগণ এর মতে যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না তাকে **নাস্তিক** বলা হয়।

সংশ্লিষ্ট আরও কিছু শব্দঃ

প্রথমে আমরা জেনেছি,

নাস্তিকতা, যার ইংরেজি- atheism, যার আরবী- إلحاد সম্বন্ধে।

এরপর রয়েছে- অজ্ঞেয়বাদ, যার ইংরেজি- agnosticism, যার আরবী- لا أدرية (যিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকারও করে না, আবার অস্বীকারও করে না, নাস্তিকতার মাঝামাঝি বিশ্বাস লালন)।

এরপর রয়েছে- একশ্বরবাদ, যার ইংরেজি- Deism, যার আরবী- ربوبية (যে বিশ্বাস করে বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা রয়েছে কিন্তু তার সাথে মানবজাতির কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ তিনি কোন বিধান দেননি, কোন জীবনব্যবস্থা দেননি)।

এরপর রয়েছে- আস্তিক, যার ইংরেজি- Theism, যার আরবী- مؤمن متدين, (যে বিশ্বাস করে স্রষ্টা রয়েছে এবং তার বিধান রয়েছে মানবজাতির প্রতি, নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থা রয়েছে)।

এরপর রয়েছে- জড়বাদ, যার ইংরেজি- Materialism, যার আরবী- مادية/دهرية, (যে বিশ্বাস করে পার্থিব এই জগৎ ছাড়া আর কোন জীবন নেই, এটাই একমাত্র জীবন, এখানে মরণের মাধ্যমেই সব শেষ)।

এরপর রয়েছে- ধর্মহীন, যার ইংরেজি Irreligious, যার আরবী- لا دينية (যে কোন ধর্মই পালন করেনা বরং স্বাধীনচেতা হওয়ায় যেমন খুশি তেমনভাবে জীবনযাপন করে, কোন ধর্মকে কটাক্ষও করেনা)।

এরপর রয়েছে- ধর্মনিরপেক্ষতা, যার ইংরেজি- Secularism, যার আরবী- علمانية (যে ধর্মকে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রজীবন থেকে আলাদা করে)।

এরপর রয়েছে- সাম্যবাদ, যার ইংরেজি- Communism, যার আরবী- شيوعية (সাম্যবাদ হলো এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ বা ধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে উৎপাদনের সকল মাধ্যম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (ভূমি, খনি, কারখানা) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে)।

এ সকল কিছুর মাঝে একটি মিল বিদ্যমান। যা হচ্ছে- কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা অথবা তার বিধিবিধানকে মান্য করে না।

এরপরে সর্বশেষ যেই মতবাদ রয়েছে তা হচ্ছে- বিবর্তনবাদ, যার ইংরেজি- Darwinism, যার আরবী- داروينية (মানুষ একটি কীট থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যা ধীরে ধীরে বিবর্তন হতে হতে বানর এবং এক পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টি হয়)।

---The End---